গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
১৫৩, পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা- ১০০০
www.gsb.gov.bd

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের নভেম্বর ২০২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
সভার তারিখ	২৭ নভেম্বর ২০২৩
সভার সময়	বেলা ১১:০০ ঘটিকা
স্থান	জিএসবি'র ৪র্থ তলার সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের নভেম্বর/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যক্রম শুরু করেন।

২। মহাপরিচালক পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী নিয়ে কোন সদস্যের মতামত বা অবজারভেশন আছে কিনা জানতে চান। কোন মতামত বা অবজারভেশন না থাকায় সর্বসম্মতিতে গত ২৫-১০-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত অক্টোবর/২৩ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হয়। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) কার্যসূচি অনুযায়ী আলোচনা শুরু করেন।

৩। গত ২৭-১০-২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয় এবং উপস্থিত কর্মকর্তাগণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী শাখা
	ভূবিজ্ঞান সংক্রান্ত		
৩.১	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বহিরংগন সংক্রান্ত আলোচনায় জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও শাখাপ্রধান, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক ভূতত্ত্ব শাখার একটি দল খুলনা জেলার ফুলতলা ও ডুমুরিয়া উপজেলার উপকূলীয় ভূতাত্ত্বিক ও ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রায়নের লক্ষ্যে বহিরংগনে অবস্থান করছে। এ শাখার শাখাপ্রধান জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, বহিরংগন দলটি ১৮ অক্টোবর/২৩ তারিখ সদর দপ্তর ত্যাগ করেছে এবং গতকাল পর্যন্ত ৫টি চপিং সম্পন্ন করেছে। এছাড়াও অগারিং এর কাজ শুরু করছে এবং তাদের কাজ পরিকল্পনা মাফিক চলছে। সভাপতি বিভিন্ন কাজের অগ্রগতি ও সভার আলোচনা সঠিকভাবে কার্যবিরণীতে লেখার স্বার্থে আলোচনা রেকর্ড করার কথা বলেন এবং এ জন্য একটি রেকর্ডার ক্রয়ের নির্দেশ প্রদান করেন। নগর ও প্রকৌশর ভূতত্ত্ব শাখা থেকে একটি দল কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন ও এর আশপাশের এলাকার নগর পরিকল্পনার লক্ষে প্রকৌশল ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও ত্রিমাত্রিক মডেলিং এর জন্য বহিরংগনে গমন করেছে। অগ্রগতির বিষয়ে উক্ত শাখার শাখাপ্রধান জনাব নুরুন নাহার ফারুকা, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিওটেকনিক্যাল টিম কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং তারা মোট ৩৮ টি বোরহোলের মধ্যে এখন পর্যন্ত ১১ টি বোরহোলের কাজ সম্পন্ন করেছে। ৪ টি হোলের কেসিং সম্পন্ন হয়েছে। পিএস লগিং এর জন্য একটি টিম	ক) ড্রিলিং কার্যক্রম শুরু করতে হবে এবং অন্যান্য বহিরংগন কাজগুলোও সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। খ) সমন্বয় সভার জন্য একটি রেকর্ডার ক্রয় করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখাসহ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা।

	আগামী ৭ নভেম্বর বহিরংগনে গমন করবে। তিনি আরও বলেন, জনসচেতনতামূলক সেমিনার আয়োজনের জন্য আজ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহোদয়ের সাথে মিটিং রয়েছে। তিনি সিডিউল দিলে সে মোতাবেক তারিখ নির্ধারণ করা হবে, তবে আমাদের পরিকল্পনা ১৬ ডিসেম্বর/২৩ এর পরে। সভাপতি বলেন যে, এখন যেহেতু নির্বাচনের সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বা প্রশাসনের নানা ব্যস্ততা রয়েছে তাই সবকিছু বিবেচনা করে ১৬ ডিসেম্বরের জন্য অপেক্ষা না করে যত দ্রুত সম্ভব সেমিনার সম্পন্ন করতে হবে। জনাব নুরুন নাহার ফারুকা, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, তিনি প্রত্যাশা করছেন যে, গত বছরের ন্যায় এবারও জিওইউপ্যাক এর পিডি এ সেমিনারে যোগদান করবেন। সভাপতি এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেন। জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, খনন কার্যক্রমের জন্য প্রায় ১ মাস পূর্বে খন্দকার রবিউল ইসলাম, উপ-পরিচালক (খনন প্রকৌশল) এর নেতৃত্বে একটি দল বহিরংগনে গমন করেছে। তারা সেখানে রাস্তা তৈরিসহ সাইট প্রিপারেশনের কাজ প্রায় শেষ করেছে। আগামী মঙ্গলবার জনাব মো: আশরাফ হোসেন, উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এর নেতৃত্বে ভূতাত্ত্বিক গবেষক দল বহিরংগনে গমন করবে এবং আগামী ২ ডিসেম্বর/২৩ তারিখ ড্রিলিং কার্যক্রমের উদ্বোধনের কথা রয়েছে। এ বিষয়ে জনাব মো: মহিবুল ইসলাম, পরিচালক (খনন প্রকৌশল) বলেন, এটা জিএসবির একটা রীতি যে, উদ্বোধনের সময় মহাপরিচালক মহোদয় এবং সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহের শাখাপ্রধানগণ উপস্থিত থাকেন। এ ছাড়াও স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসনসহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত করা হয়। তিনি সভাপতিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি তার সিডিউল দেখে সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে পরে জানাবেন মর্মে জানান । তিনি সকল কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। জনাব মো: কামরুল আহসান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) এর গেজেটভুক্ত পাথর কোয়ারি সমূহের পাথরের মজুদ ও উত্তোলনযোগ্য পাথরের পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য টাকা এবং যানবাহন প্রয়োজন যা এ মুহূর্তে জিএসবির বরাদ্দ থেকে সংকুলান করা কঠিন। এ বিষয়ে অর্থনৈতিক ভূতত্ত্ব ও রিসোর্স আ্যসেসমেন্ট শাখার শাখাপ্রধান জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন কাজটা কীভাবে করা হবে সেটার পরিকল্পনা বাজেটসহ প্রকল্প আকারে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের সকল ব্যয় বিএমডি কর্তৃক সরবরাহ করা হবে মর্মে প্রস্তাব করা হয়েছে। সভাপতি কাজ সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় অর্থ ও সাপোর্ট প্রদানের বিষয়ে বিএমডিকে চিঠি প্রেরণের জন্য বলেন এবং উল্লেখ করতে বলেন যে, চাহিত বিষয় পূরণ সাপেক্ষে কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে। জনাব মো: কামাল হোসেন, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, এ ধরণের একটি প্রস্তাব পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে যা মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন করা হবে।		
৩.২	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এপিএ সংক্রান্ত আলোচনায় প্রশিক্ষণের বিষয়ে জনাব আরিফ মাহমুদ, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, ৪০ জন করে ব্যাচে করে ৪৮০ জনবলকে প্রশিক্ষণ দেয় হবে এবং এ কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে চলছে। একইসাথে ফাইভ টুলসের ম্যান্ডেটরি কাজগুলোও সম্পাদন করা হচ্ছে। অগ্রগতি প্রত্যাশা মাফিক হচ্ছে বলেও তিনি সভায় জানান। ই-নথির ব্যবহার বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, এ মুহূর্তে ই-নথি থেকে ডি-নথিতে স্থানান্তরের কাজ চলমান রয়েছে তাই ই-নথির ব্যবহার আপাতত বন্ধ রয়েছে। সভাপতি হার্ড নথি ব্যবহারের হার যাতে বেড়ে না যায় সে জন্য জরুরি নথি ব্যতীত এ মুহূর্তে অন্যান্য নথির কাজ শ্লথ করতে বলেন।	ক) এপিএ পরিকল্পনা মাফিক বাস্তবায়ন করতে হবে।	এপিএ টিমসহ সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ
	প্রশাসনিক আলোচনা		

৩.৩	নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে জনাব মোঃ কামরুল আহসান, পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও সহকারী পরিচালক (ভূপদার্থ) পদের ২২ জনের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত উভয় ক্যাটাগরি মিলে মোট ১০ জন সহকারী পরিচালক যোগদান করেছেন। শূন্যপদে নিয়োগের বিষয়ে তিনি বলেন, বিপিএসসি'র নিয়োগ শাখার পরিচালকের সাথে কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে, প্যানেল করা আছে এবং শূন্যপদগুলোর চাহিদা পুনরায় মন্ত্রণায়ের মাধ্যমে প্রেরণ করা হলে তারা নিয়োগের সুপারিশ করবেন। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নিয়োগের বিষয়ে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, শূন্য পদের ছাড়পত্রের জন্য যে ফরমেট দেয়া হয়েছে সেখানে পদ কখন শূন্য হয়েছে, কার বিপরীতে শূন্য হয়েছে সবকিছু সংযুক্তিসহ প্রমাণক প্রেরণ করতে হচ্ছে এ জন্য কিছুটা সময় লাগছে। কাজ সমাপ্তির দিকে এবং ২/১ দিনের মধ্যেই ইএমআরডিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, জাতীয় নির্বাচনের জন্য ইএমআরডি হতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তালিকা চাওয়া হয়েছে এবং সে মোতাবেক তালিকা প্রস্তুত করে ইএমআরডিতে প্রেরণ করা হয়েছে।	ক)কর্মকর্তাদের যোগদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। খ) ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের নতুন নিয়োগের সার্কুলার প্রদান করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা
বিবিধ আলোচনা			

৩.৪	প্রকল্প বিষয়ক আলোচনায় পরিচালক, অপারেশন ও সমন্বয় বলেন, জার্মানদের সাথে স্বাক্ষর হতে যাওয়া Geo-Information for the Implementation of Climate Change-Resilient Urbanization (GICU) শীর্ষক প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির বিষয়ে আলোচনার জন্য জিএসবি'কে ডাকা হবে। ড.সুলতানা নাছরিন নূরী, পরিচালক (ভূপদার্থ) বলেন, ভূপদার্থিক জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে পানির আধার অনুসন্ধান বিষয়ক একটি টিপিপি সেপ্টেম্বর মাসে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্প যাচাই বাছাই কমিটির একটা সভাও ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, সভায় কিছু অবজার্ভেশন দেয়া হয়েছে এবং সে মোতাবেক কাজ করা হচ্ছে। সংশোধনী শেষে পুনরায় টিপিপি টি জমা দেয়া হবে। সভাপতি জিএসবি'র বগুড়া, মিরপুর, চট্রগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্প অফিসসমূহের জন্য জনবলসহ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটিসমূহের কাজের বিষয়ে জানতে চান। বগুড়া ক্যাম্প অফিসের ডিপিপি প্রণয়ণ কমিটির সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল কামাল, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, সকল কমিটি নিয়ে একটি সভা করা হয়েছে এবং আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রত্যেকটি ডিপিপি যেন বৈশিষ্ট সমন্বিত হয় এবং একই রকম না হয়। কারণ একই রকম হলে অনুমোদনের জটিলতা তৈরি হতে পারে। তিনি বলেন, মিরপুর অফিসের ডিপিপিকে প্রায়োরিটি দেয়া হবে এবং এখানে যে বিষয়গুলো আসবে সেগুলো বাদ রেখে অন্য অফিসগুলো অবস্থান ও সেখানকার কাজের বৈশিষ্ট বিবেচনা করে প্রস্তাবগুলো তৈরি করা হবে। তিনি আরও বলেন, তার কমিটি আলাদাভাবে বসেছিল তারা বগুড়া অফিসের বর্তমান স্থাপনার একটি লে-আউট তৈরি করছেন এবং সেগুলোর নকশা ও ডকুমেন্ট সংগ্রহ করছেন। তিনি বলেন, একটা মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করার লক্ষে যাবতীয় বিষয় সরেজমিন অবলোকনের জন্য তিনি এবং তার সদস্য সচিব বগুড়া অফিস পরিদর্শনে যাবেন। সভাপতি মিরপুরের জমির বিষয়ে জানতে চাইলে জনাব মোহাম্মদ আলমগীর কবীর, উপপরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছিল তারা জানিয়েছে যে, সংশিষ্ট ৩টি প্রতিষ্ঠানের কাছে জিএসবি কতৃক টাকা পরিশোধের প্রমানক চেয়ে চিঠি প্রেরণ করা হয়েছে। এ চিঠির জবাব পাওয়ার পরে তারা একটি পার্ট ফাইল খুলে কাজ শুরু করবে। ইতোমধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছে। অন্য দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে এখনও জবাব পাওয়া যায়নি বলে তারা কাজ আরম্ভ করতে পারছে না। সভাপতি জানতে চান যে, জরিপ বা অন্য কোন ডকুমেন্টে জিএসবির নাম আছে কিনা। সভায় বলা হয় যে, জিএসবি কর্তৃক টাকা ছাড়ের চিঠি ও বুক ট্রান্সফারের ডকুমেন্ট রয়েছে এমনকি যে চিঠির মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করা হয়েছে সে চিঠিও রয়েছে। সভপতি বলেন, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বুক ট্রান্সফার হয়েছে এবং জমির দখল হস্তান্তর করা হয়েছে মর্মে একটি কাগজ দিলেইতো হয়। তিনি বলেন, এ বিষয়টা দ্রুত সমাধান করতে হবে কারণ মন্ত্রী মহোদয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাকে বলা হয়েছে যে, দলিল/পত্রাদি সংগ্রহের কাজ চলছে। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনে সচিব স্যারকে দিয়ে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলানো হবে।	ক) প্ল্যানিং কমিশনের সাথে যোগাযোগ রেখে টিএপিপি অনুমোদন সম্পন্ন করতে হবে। খ) ভূপদার্থিক জরিপের মাধ্যমে পানির আধার অনুসন্ধান বিষয়ক প্রকল্পের টিপিপি সংশোধনপূর্বক জমা দিতে হবে। গ) জিএসবির বগুড়া, মিরপুর, চট্রগ্রাম ও খুলনা ক্যাম্প অফিসসমূহের ডিপিপি প্রস্তুত করতে হবে। ঘ) জিএসবির মিরপুর অফিসের ডকুমেন্ট সংগ্রহ করতে হবে।	পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শাখা এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট শাখাসমূহ।

৩.৫	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) সিলেটের গোয়াইন ঘাটে জিও হেরিটেজের জন্য প্রথম পর্যায়ের অধিগ্রহণকৃত ১০ একর জমিতে স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক নকশা প্রণয়ের বিষয়ে বলেন, তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করা হচ্ছে। তারা জানিয়েছে যে, নকশা প্রণয়ন শুরু করবে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন অগ্রগতি নেই। জানা গেছে যে, তারা বড় কয়েকটি প্রকল্প নিয়ে ব্যস্থ রয়েছে। সভাপতি তাদের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করতে বলেন এবং উল্লেখ করেন যে, প্রয়োজনে তিনি কথা বলবেন। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (ভুতত্ত্ব) বলেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে চিফ আর্কিটেকট এর সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং স্থাপত্য অফিসে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ করার জন্য দুইজন কর্মকর্তাকে নিয়োজিত রেখেছেন। সর্বশেষ তারা জানিয়েছেন যে দ্রুতই কাজটা সম্পন্ন করে দিবেন। জনাব মোঃ আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, বগুড়া অফিসের দুটি স্টাফ কোয়ার্টার দীর্ঘদিন যাবৎ খালি পড়ে আছে এটার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। সভায় বলা হয় সেখানকার স্থানীয় বাসার ভাড়া সরকারি কোয়ার্টারের জন্য বরাদ্দ ভাড়ার চেয়ে অনেক কম হওয়ায় স্টাফরা কোয়ার্টারে থাকে না। যদি নির্দিষ্ট হারের ভাড়ার ব্যবস্থা করা যেত তবে একই সাথে স্টাফদের সাশ্রয়ী আবাসন সুবিধা হতো, অফিস এলাকা পরিচ্ছন্ন থাকতো এবং বিল্ডিং দুটিও সুরক্ষিত থাকতো। সভাপতি বলেন, নির্দিষ্ট হারে ভাড়ার ব্যবস্থা করতে হলে পিডাব্লিউডি (PWD বরাবর এ বিষয়ে চিঠি প্রেরণ করতে হবে। স্থানীয় ডিসির সভাপতিত্বে একটি কমিটি রয়েছে তারা মূল্যায়ন করে পরিত্যক্ত ঘোষণা করলে পরবর্তীতে তা নির্ধারিত হারে ভাড়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অতঃপর সভাপতি এ বিষয়ে পিডাব্লিউডি (PWD) ও স্থানীয় ডিসি অফিসে পত্র প্রেরণের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন এবং বলেন তাদের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে।	ক)সিলেটের গোয়াইন ঘাটে জিও হেরিটেজের স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। খ) জিএসবি বগুড়া অফিসের স্টাফ কোয়ার্টারের নির্দিষ্ট হারে ভাড়ার ব্যবস্থা করতে পিডাব্লিউডি (PWD ও ডিসি অফিসে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	
৩.৬	জিএসবি সদর দপ্তর অফিসের বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়ে পরিচালক (অপারেশন ও সমন্বয়) বলেন, বিদ্যমান ট্রান্সফরমার লোড নিতে পারছে না। কারণ এখানে ১২৫০ ভোল্টের ট্রান্সফরমার লাগবে। ডিপিডিসি প্রথমে বলেছিলো যে তারা একটা প্রাক্কলন দিবে কিন্তু এখন তারা লিখিকভাবে জানিয়েছে যে তারা এ ধরণের কাজ করে না। তিনি আরও বলেন, বিএমডি ও হাইড্রোকার্বন ইউনট এর জন্য আলাদা মিটার দেওয়ার কথা বলা হলে ডিপিডিসি জানিয়েছে যে, একই অফিসে আলাদা মিটার দেয়া হয় না। এ পর্যায়ে সভাপতি পিডব্লিউডি (PWD) কে দিয়ে ট্রান্সফরমার ক্রয়ে প্রাক্কলন করার কথা বলেন এবং বিএমডি ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট অফিসের জন্য সাবমিটার বসানোর কথা বলেন। জনাব মো: আলী আকবর, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, কুড়িগ্রাম জেলার বালি গবেষণার বিষয়ে মন্ত্রণালয় থেকে একটা চিঠি এসেছিলো। সে এলাকায় বালি গবেষণার ক্ষেত্রে জিএসবি'র জন্য একটা নতুন সুযোগ হতে পারে। তিনি বলেন, সম্প্রতি তার নেতৃত্বে ৩ সদস্যর একটি দল কুড়িগ্রাম পরিদর্শন এবং এ বিষয়ে জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি বলেন, স্থানীয় প্রশাসন উপস্থিত থেকে ১০ একরের একটি জায়গা বালি প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্টের জন্য এবং ১০ একরের অপর একটি জায়গা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের জন্য দেখিয়েছেন। জায়গা ২টি প্রাথমিকভাবে তাদের কাছে উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে। প্ল্যান্টে ভারি মণিক পৃথকীকরণ করা হবে এবং প্রাথমিকভাকে একটি প্ল্যান্ট স্থাপন করা হবে। এ বিষয়ে তিনি সভাপতি মহোদয়ের সার্বিক সহোযোগিতা প্রত্যাশা করেন এবং এটা বাস্তবায়িত হলে জিএসবির জন্য বড় ধরণের একটা অর্জন হবে বলে তিনি মনে করেন।	ক) পিডব্লিউডি (PWD কে দিয়ে ট্রান্সফরমারের প্রাক্কলন করাতে হবে। খ) বিএমডি ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট অফিসের জন্য ২টি আলাদা সাবমিটার বসানোর ব্যবস্থা করতে হবে। গ) কুড়িগ্রাম জেলায় বালি গবেষণার জন্য বালি প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।	অপারেশন ও সমন্বয় শাখা, সংশ্লিষ্ট শাখা এবং বিএমডি ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট

৪.পরিশেষে সভাপতি সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব) ও সহকারী পরিচালক (ভূপদার্থ) পদে নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের সাথে ফুলের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং সভাপতিসহ সকল শাখাপ্রধানগণ তাদেরকে জিএসবিতে স্বাগত জানান। সভাপতি নতুন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক সংক্ষিপ্ত

বক্তব্য রাখেন এবং জিএসবির অতীত গৌরব ও বর্তমান গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪-১২-২০২৩
মোহাম্মদ ইলিয়াস হোসেন
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

তারিখ: ২৯ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
১৪ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.০০০.০৬.০০৪.১৮.৩০৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। জিএসবি'র শাখাপ্রধান/রিচালকবৃন্দ;

২। উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-১, অপারেশন ও সমন্বয় শাখা, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর;

৩। উর্ধ্বতন হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা , হিসাব উপশাখা , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর এবং

৪। অফিস সহকারি-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর।

১৪-১২-২০২৩
মোঃ কামরুল আহসান
পরিচালক (ভূতত্ত্ব)